৪৭তম BCS প্রিলি

Progressive Batch

বাংলা সাহিত্য

লেকচার: ০১

টপিক: বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, প্রাচীন যুগ, অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, মঙ্গলকাব্য।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উচ্ছ্বাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

বিষয়	৪৬	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ										১		
প্রাচীন যুগ	১	১	২	২	১	১	২		১	১		২
মধ্যযুগ	৩	২	২	২	১	২	৩	১	৪	৪	৪	৪
আধুনিক যুগের উন্মেষপর্ব	১	১	১	২			১		১		২	
উপন্যাস	১	১	৩	৩			৩	৩	২	১	৩	১
নাটক	২		১				১		২	১	২	১
প্রবন্ধ, রম্য রচনা ও ভ্রমণকাহিনি	১	২	১	২		২	১	২	২		১	১
কাব্যগ্রন্থ	১	৩	১	১		২			১	২	২	
কবিতা	২		১				১		১	২	১	১
মহাকাব্য									১	১		

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৬	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
ছোটগল্প	১	১										১
রচনার শ্রেণি ও উপজীব্য		২			১	৪	১				২	৩
কবি সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যু		১		১								২
পত্রিকা, সাময়িকী ও সম্পাদক			১	১	১	১	১		১	২	২	১
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ ও চলচ্চিত্র						১				১		
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও চলচ্চিত্র				১	১	৩	১	২	১		১	১
উপাধি, ছদ্মনাম ও সম্মাননা	১	২		২		৩		১	১			
পঙ্ক্তি ও উদ্ধৃতি	১	৩	২	৩			৩			৩	১	১
গ্রন্থ ও চরিত্র	৩	১	৫			১			১		১	
বাংলার গান	২						১		১	১		১

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত ৩টি যুগে ভাগ করা হয়েছে –

প্রাচীন যুগ (৬৫০ – ১২০০) সপ্তম - দ্বাদশ শতক পর্যন্ত

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০) ত্রয়োদশ - অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত

আধুনিক যুগ (১৮০১ – বর্তমান পর্যন্ত) উনিশ শতক - বর্তমান পর্যন্ত

- বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের ভিত্তিতে মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

প্রাকচৈতন্য যুগ: ১৩৫১ – ১৫০০ খ্রি.

চৈতন্য যুগ: ১৫০১ – ১৬০০ খ্রি.

চৈতন্য পরবর্তী যুগ: ১৬০১ – ১৮০০ খ্রি. (মতান্তরে ১৭০১ – ১৮০০ খ্রি.)

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রায় ২৫০ বছর।

সুকুমার সেনের মতে, দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী

** প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – **ধর্ম**

** প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ।

চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন
- চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা/গানের সংকলন।
- চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব।
- চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত।
- চর্যাপদ মানে আচরণ/সাধনা।

❑ চর্যাপদের নামকরণ

- মুনিদত্তের মতে – আশ্চর্যচর্যাচয়।
- নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম – চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।
- প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে – চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে – চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়।
- তিব্বতি অনুবাদের নাম – চর্যাগীতিকোষবৃত্তি।
- আধুনিক পন্ডিতদের মতে, মূল সংকলনের নাম ছিল – চর্যাগীতিকোষ।

চর্যাপদের আবিষ্কার:

- ১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ।
- বাকী ৩টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত-
  - ✓ সরহপাদের দোঁহা
  - ✓ কৃষ্ণপাদের দোঁহা
  - ✓ ডাকার্ণব
- উল্লেখিত ৪টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
- তখন চারটি গ্রন্থের একসঙ্গে নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা।

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে The Origin and Development of Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।
- ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Buddhist Mystic Songs) গ্রন্থে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

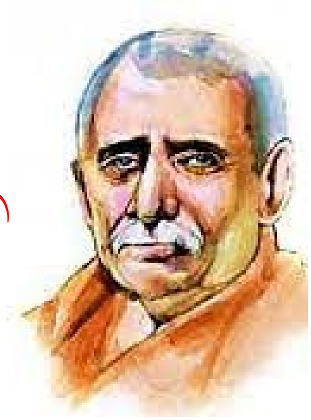

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

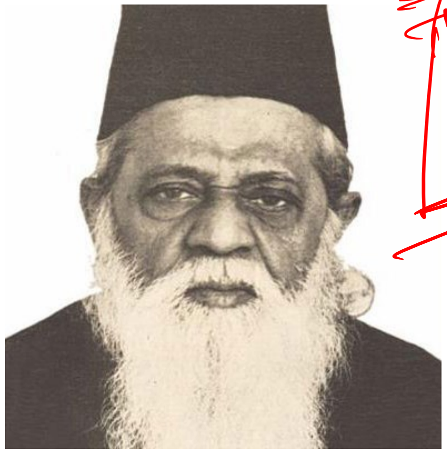

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

চর্যাপদের ভাষাঃ

- চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত তবে হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব রয়েছে।
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ ভাষাকে বঙ্গকামরূপী ভাষা বলেছেন।
- চর্যাপদে একবচন ও বহুবচনের কোনো পার্থক্য নেই।
- শ, স, ষ বর্ণে পার্থক্য নেই।
- ছন্দ: চর্যাপদ মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। তবে আধুনিক ছন্দ বিচারে 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত।

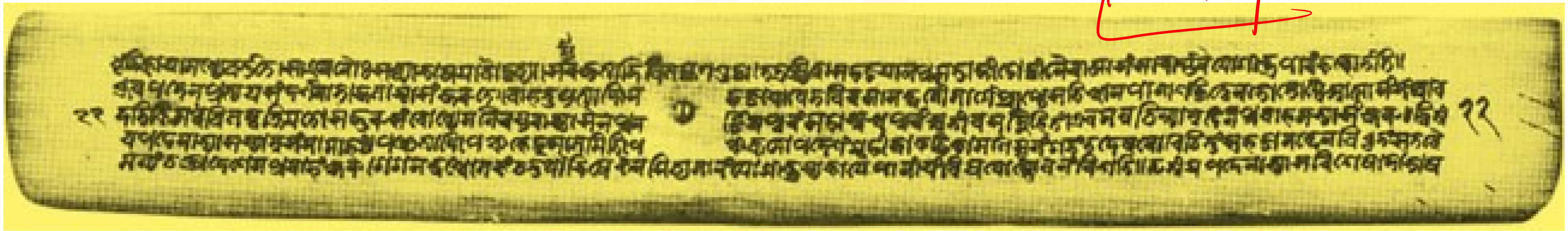

চর্যাপদের কিছু লাইন

➤ **চর্যাপদের পদসংখ্যা:**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ৫০টি

সুকুমার সেনের মতে- ৫১টি

➤ **চর্যাপদের পদকর্তা:**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর-২৩ জন

সুকুমার সেনের-২৪ জন

❑ **পদকর্তাগণ**

লুই, শবর, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, আজদেব, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী।

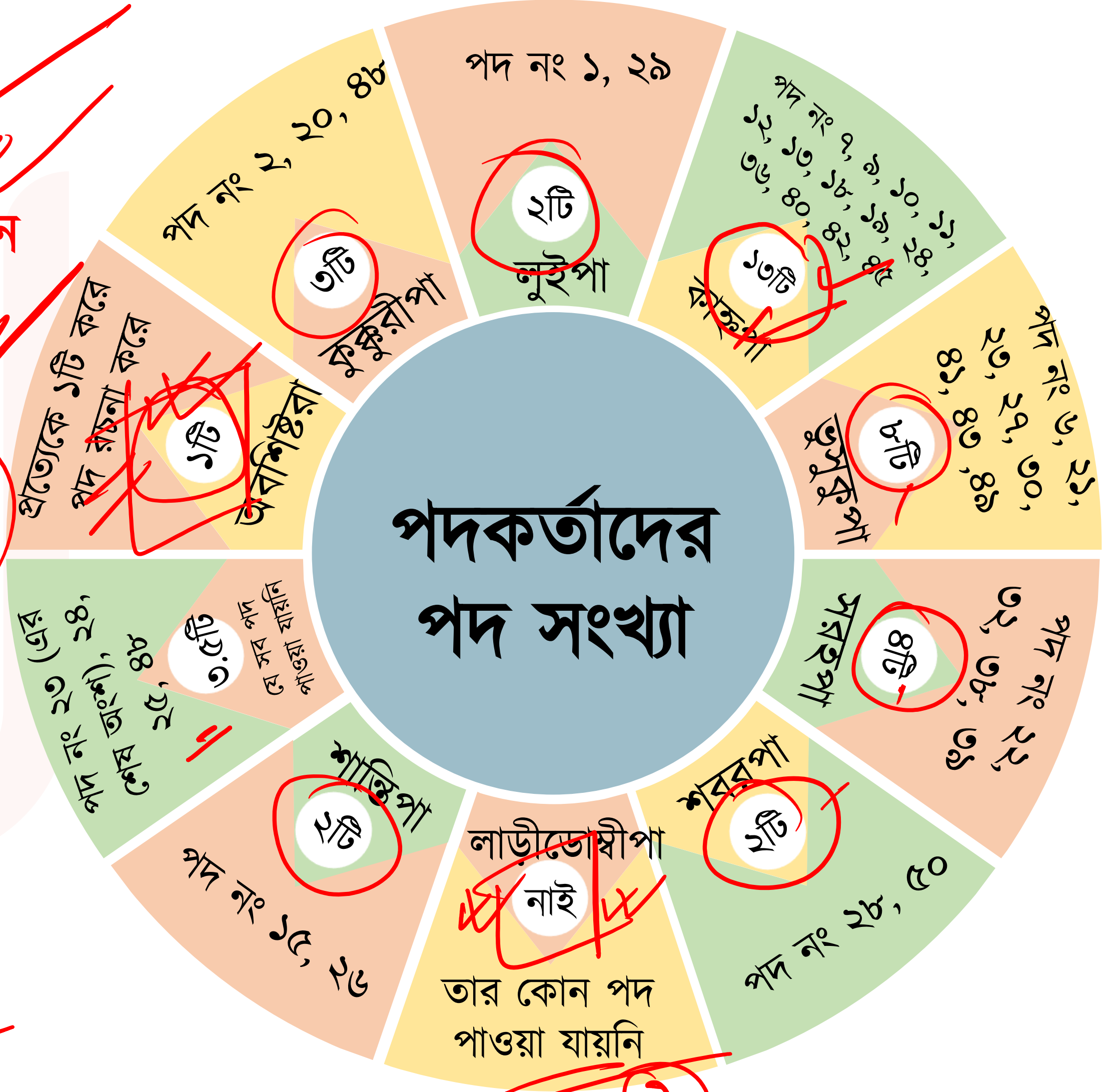

❑ চর্যাপদের কবিঃ

লুইপাঃ

- ✓ চর্যাপদের আদিকবি।
- ✓ রচিত পদের সংখ্যা ২টি।
- ✓ '**অভিসময়বিভঙ্গ**' গ্রন্থের রচয়িতা।
- ✓ তিনি রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন।

(প্রথম পদ):

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল"॥

কাহ্নপাঃ

- ✓ কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা **১৩টি**।
- ✓ **তিনি সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন।**
- ✓ তাঁর রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।
- ✓ তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।

ভুসুকুপাঃ

- ✓ পদ সংখ্যা ৮টি।
- ✓ মনে করা হয় অষ্টম থেকে এগার শতকে ভুসুকুপা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় **রাজপুত্র** ছিলেন।
- ✓ তাঁর ৪৯নং পদে পদ্মা (পঁউআ) খালের নাম আছে।
- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- ✓ তিনি নিজেকে **বাঙ্গালি কবি** বলে দাবি করেছেন – ৪৯ নং পদে।

"আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী"।

কুক্কুরীপাঃ

- পদ সংখ্যা ৩টি
- চর্যাপদের নারী কবি।

"দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই।।"

ঢেণ্ডণপাঃ

- তিনি পেশায় ছিলেন তাঁতি।
- ঢেণ্ডণপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

"হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী"
(হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন অতিথি আসে)

শবরপাঃ

- ড. শহীদুল্লাহ্ শবরপাকে লুইপার গুরু বলে উল্লেখ করেন।
- গবেষকগণ তাঁকে বাঙ্গালি কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন

চর্যাপদে লাড়ীডোম্বীপা'র কোনো পদ পাওয়া যায়নি।

- গবেষকগণ ৭জন কে বাঙ্গালী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন- লুইপা, কুক্কুরীপা, শবরপা, ডোম্বীপা, বিরুপা, ধামপা, জয়নন্দীপা।

❑ চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে ৬ টি। এগুলো হল-

চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য

প্রবাদ বাক্য		অর্থ
আপণা মাংসে হরিণা বৈরী	অর্থ	হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়	অর্থ	দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
হাতের কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ	অর্থ	হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী	অর্থ	হাড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে।
বর সুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলংদেঁ	অর্থ	দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
আন চাহন্তে আন বিনধা	অর্থ	অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

❑ চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
ODBL (১৯২৬)	ড. সুনীতিকুমার
Buddhist Mystic songs	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
চর্যাপদ	মনীন্দ্রমোহন বসু
চর্যাপদ	অতীন্দ্র মজুমদার
বাঙালির ইতিহাস	ড. নীহাররঞ্জন রায়
History of Ancient Bengal	রমেশ চন্দ্র মজুমদার
চর্যাগীতিকা	আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই
নতুন চর্যাপদ	সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ

✪ কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?

(a) পাল

(b) সেন

(c) মোঘল

(d) তুর্কি

❑ ডাক ও খনার বচনঃ

➢ খনার বচন মূলত **কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া**। অনেকের মতে, খনা নাম্নী জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচনা এই ছড়াগুলো। খনার বচন রচয়িতার **প্রকৃত নাম লীলাবতি**।

- ✓ কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার
- ✓ কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান
- ✓ আবহাওয়া জ্ঞান
- ✓ শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ

উদাহরণঃ

"কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত"।

(কলাগাছের ফলন শেষে গাছের গোড়া যেন না কাটে কৃষক, কেননা তাতেই সারা বছর ভাত-কাপড় জুটবে তাদের।)

➢ ডাকের বচনঃ

জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

- **চর্যাপদের কবিরা ছিলেন-** [৪৬তম বিসিএস]

  (ক) মহাযানী বৌদ্ধ (খ) বজ্রযানী বৌদ্ধ (গ) বাউল (ঘ) সহজযানী বৌদ্ধ

- **চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?** [৪৫তম বিসিএস]

  (ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী (গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচী (ঘ) প্রণয়ভূষণ বাগচী

- **'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়?** [৪৩তম বিসিএস]

  (ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

- **'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই' – এর অর্থ কী?** [৪৩তম বিসিএস]

  (ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
  (গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

- **চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী?** [৪১তম বিসিএস]

  (ক) মীননাথ (খ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) মুনিদত্ত

- **চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) খ্রিস্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম (গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

- **উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ (গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

- **‘সন্ধ্যাভাষা’ কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) চর্যাপদ (খ) পদাবলি (গ) মঙ্গলকাব্য (গ) রোমান্সকাব্য

- **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?** [৩৭তম বিসিএস]

(ক) Buddhist Mystic Songs (খ) চর্যাগীতিকা

(গ) চর্যাগীতিকোষ (ঘ) হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

- অন্ধকার যুগের (১২০১-১৩৫০) সাহিত্যকর্ম

প্রাকৃতপৈঙ্গল → শূন্যপুরাণ → নিরঞ্জনের উষ্মা → সেক শুভোদয়া

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

- মৌলিক সাহিত্য
  - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
  - বৈষ্ণব সাহিত্য
    - বৈষ্ণব পদাবলি
    - জীবনী সাহিত্য
    - বৈষ্ণব শাস্ত্র
  - মঙ্গলকাব্য
  - লোকসাহিত্য
  - নাথসাহিত্য
  - মর্সিয়া
- অনুবাদ সাহিত্য
  - আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে
  - সংস্কৃত থেকে

❑ পুঁথি আবিষ্কার :

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের অধিবাসী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের নিকটবর্তী কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি পান।

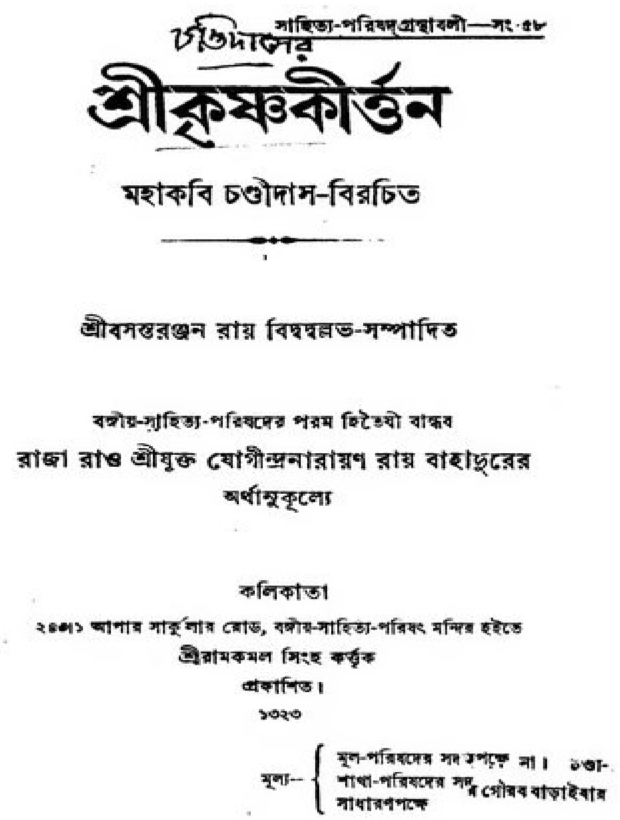
সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৮

চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

মূল্য— { মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে ২॥। ৩৩/- শাখা-পরিষদের সদস্য গৌরব বাড়াইবার সাধারণপক্ষে

➢ সম্পাদনা :

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" থেকে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে সম্পাদনা করেন।

➢ রচনাকাল:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন। যেমন-

১. পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা।

২. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়– এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের বলেছেন।

৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে –১৩৪০-১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

➢ কাব্যের লেখকঃ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

কাব্যে তাঁর তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় – 'বড়ুচণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস'।

বড়ুচণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। এই বাসলী দেবী প্রকৃতপক্ষে শক্তিদেবী মনসার অপর নাম। হুমায়ুন আজাদের মতে, তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি।

➢ চরিত্রঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রধান চরিত্র তিনটি----- কৃষ্ণ – পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতীক।
রাধা – জীবাত্মা বা প্রাণীকূলের প্রতীক।
বড়ায়ি – রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি।

➢ ছন্দ :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যই প্রথম ‘অক্ষরবৃত্ত’ রীতির বিচিত্র ছন্দবদ্ধের বলিষ্ঠ প্রকাশ।
*গঠন রীতি অনুসারে এটি নাটগীতি কাব্য/নাট্যগীত।
*প্রকরণের দিক থেকে পদাবলি।
*রস সঞ্চলনের দিক থেকে ধামালি।
*কাহিনি বর্ণনার দিক থেকে প্রেম গীত।

➢ নাট্যগুণ:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্য লক্ষণ আক্রান্ত আখ্যানকাব্য। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটেছে। নাট্যোগীতপাঞ্চালিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সার্থকতা স্বীকৃত।

➢ **খণ্ডঃ**

১) জন্ম খণ্ড
২) তাম্বুল খণ্ড
৩) দান খণ্ড
৪) নৌকা খণ্ড
৫) ভার খণ্ড
৬) ছত্র খণ্ড
৭) বৃন্দাবন খণ্ড
৮) কালিয়দমন খণ্ড
৯) যমুনা খণ্ড
১০) হার খণ্ড
১১) বাণ খণ্ড
১২) বংশী খণ্ড
১৩) রাধা বিরহ।

- **‘শূন্যপূরাণের’ রচয়িতা-** [৪৬তম বিসিএস]

  (ক) রামাই পন্ডিত (খ) হলায়ুধ মিশ্র (গ) কাহ্নপা (ঘ) কুক্কুরীপা

- **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁকিল্যা গ্রাম কেন উল্লেখযোগ?** [৪৬তম বিসিএস]

  (ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (খ) বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান

  (গ) চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান

- **‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?** [৪৪তম বিসিএস]

  (ক) নেপালের রাজদরবার থেকে (খ) গোয়ালঘর থেকে

  (গ) পাঠশালা থেকে (ঘ) কান্তজীর মন্দির থেকে

- **বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে –** [৩৪তম বিসিএস]

  (ক) ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত (খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত

  (গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত (ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

মঙ্গলকাব্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য – দেব-দেবীর গুণগান।
- মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য – মঙ্গলকাব্য।
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথাঃ বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।
- আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত – মনসামঙ্গল কাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা – মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।
- মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা – ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি।

✓ বারোমাস্যা – মধ্যযুগের নায়ক নায়িকাদের বাংলা সনের **বার** মাসের বিরহ-কাতর পরিস্থিতির বর্ণনাকে বারোমাস্যা বলে।

✓ চৌতিশা – বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ‘ক’ থেকে ‘হ’ পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ পদের প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক নায়িকা যে দেব বন্দনামূলক স্তব করেন তাকে চৌতিশা বলে।

➢ **মঙ্গলকাব্যকে শ্রেণিগত দিক থেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-**

পৌরাণিক শ্রেণি	গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দূর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমণ্ডল প্রভৃতি
লৌকিক শ্রেণি	শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

মনসামঙ্গলঃ

- মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কাব্য এটি।
- মনসামঙ্গল কাব্য রচিত- মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে।
- এ কাব্যের অপর নাম – পদ্মাপুরাণ।
- সাপের দেবী মনসার অপর নাম – কেতকা ও পদ্মাবতী।
- প্রধান চরিত্র - চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।

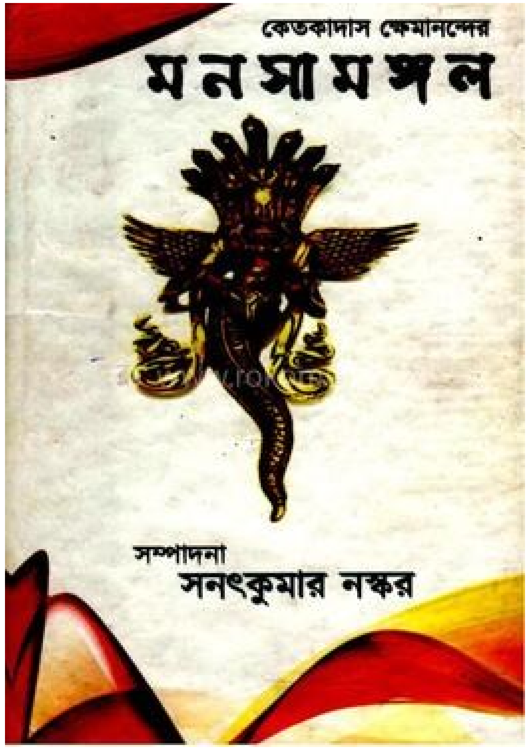

❑ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কানা হরিদত্ত	তিনি এ ধারার আদি কবি ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
বিজয় গুপ্ত	বিজয় গুপ্ত এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা। তাঁর কাব্যের নাম: পদ্মাপুরাণ।
নারায়ণ দেব	সুকবি বল্লভ উপাধিধারী। জন্ম – কিশোরগঞ্জ। তাঁর কাব্যের নাম: পদ্মাপুরাণ।
বিপ্রদাস পিপিলাই	তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনসা বিজয়'।
দ্বিজ বংশীদাস	কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারীতে জন্ম নেওয়া দ্বিজ বংশীদাসের রচিত কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মঙ্গলকাব্যের একমাত্র কবি। তাঁর রচিত কাব্য 'কেতকাপুরাণ'। এই কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথম মুদ্রিত কাব্য। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম ও কেতকাদাস তাঁর উপাধি।

ধর্মমঙ্গলঃ

- ❑ ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উপর রচিত মঙ্গলকাব্য হলো ধর্মমঙ্গল।
- ❑ ময়ূর ভট্ট – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার আদি/প্রথম কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
- ❑ এ কাব্যের দুজন প্রধান কবি – রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনারাম চক্রবর্তী
  - ✓ ঘনরাম চক্রবর্তী – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'।
- ❑ এ কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ও লাউসেনের কাহিনি।

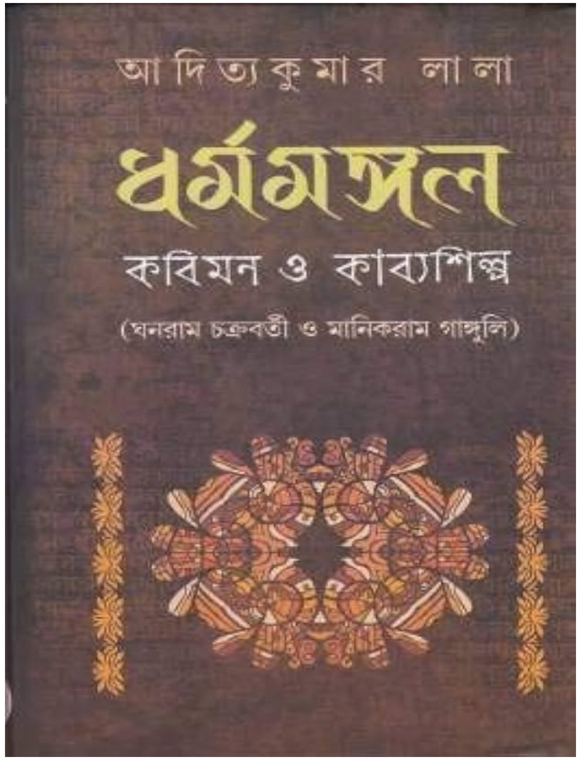

চণ্ডীমঙ্গলঃ

- দেবী চণ্ডীর (শিবের স্ত্রী) কাহিনি নিয়ে রচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি – দুই খণ্ডে বিভক্ত: ১। আখেটিক খন্ড/ব্যাধ খন্ড
  ২। বণিক খন্ড
- আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্রগুলো – কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।
- বণিক খন্ডের প্রধান চরিত্র – ধনপতি সদাগর, লহনা খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র-শ্রীমন্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাঁড়ুদত্ত।

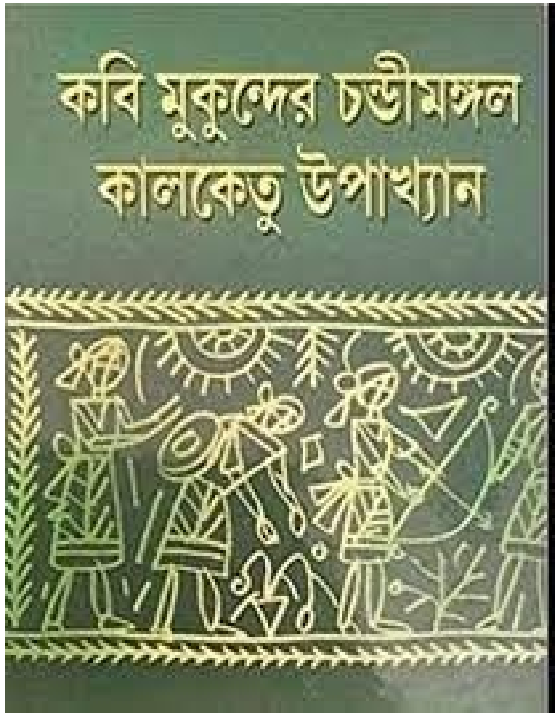

❑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
মানিক দত্ত	চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি।
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। দুঃখ বর্ণনার কবি বলা হয়। জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবি কঙ্কন' উপাধি দেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'।
দ্বিজ মাধব	স্বভাব কবি হিসেবে পরিচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত'।
অকিঞ্চন চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

কালিকামঙ্গলঃ

- দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য।
- কালিকামঙ্গল কাব্যের অপর নাম- বিদ্যাসুন্দর কাব্য।
- কালিকামঙ্গলের আদি কবি – কবি কঙ্ক।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।
- গোবিন্দ দাস রচিত কাব্যের নাম 'কালিকামঙ্গল'।

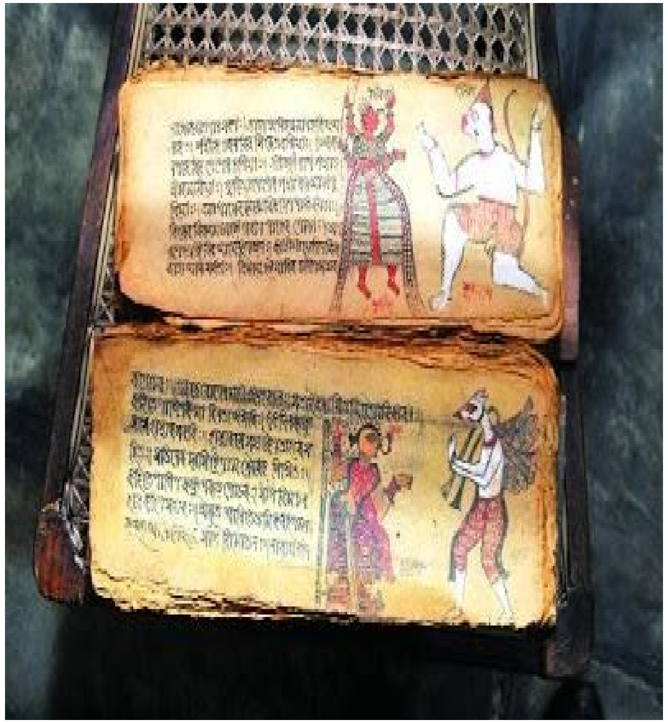

অন্নদামঙ্গলঃ

- অন্নদা হলো দেবী চণ্ডীর আরেক নাম।
- অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভক্ত – ৩ খণ্ডে:
  - ✓ শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল
  - ✓ কালিকামঙ্গল
  - ✓ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- প্রার্থনাটি ঈশ্বরী পাটনীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ

- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
  ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
- কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
- জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

➢ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

- ❑ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি।
- ❑ তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
- ❑ বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'নাগরিক কবি'।
- ❑ তিনি ছিলেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
- ❑ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ❑ ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
- ❑ তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয়।
- ❑ অন্যান্য সাহিত্যকর্ম– 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী (কাব্য)', ['নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক'(নাটক)], 'রসমঞ্জুরী', 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এবং 'চণ্ডীনাটক'।

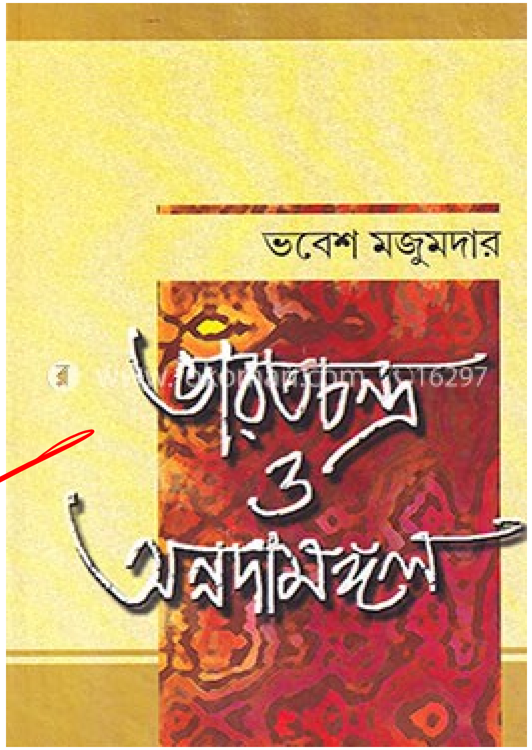

✪ মঙ্গলকাব্যের ব্যক্তিত্বময়ী নারীচরিত্র -

(a) ফুল্লরা

(b) সনকা

(c) বেহুলা

(d) লহনা

❑ শ্রীচৈতন্যদেব

- শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন **বৈষ্ণব** ধর্মের প্রবর্তক।
- শ্রীচৈতন্য **১৪৮৬** সালের **নবদ্বীপে** জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র **৪৮** বছর বয়সে **১৫৩৩** সালে **পুরীতে** দেহত্যাগ করেন।
- **নিজে একটি পদও রচনা না করলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নামে আলাদা যুগের সৃষ্টি হয়েছে।**
- **তাঁর ডাক নাম 'নিমাই'।**

❑ বৈষ্ণব পদাবলিঃ

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন **রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা**।

- **মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা হলো বৈষ্ণব পদাবলি।**
- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস। **বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এই চার জনকে বৈষ্ণব পদাবলির মহাকবি বলা হয়।**
- **আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্,** তাঁরাও পদাবলি রচনা করেছেন।
- বৈষ্ণব পদাবলির **আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি**।

বৈষ্ণব পদাবলি

- বাংলায় প্রথম পদ রচনা করেন **বড়ু চণ্ডীদাস**।
- বৈষ্ণব পদাবলি **ব্রজবুলি ও বাংলা** ভাষায় রচিত।
- ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।
- বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর **দাস**। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। এতে প্রায় **১৫ হাজার** পদ আছে।
- বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সমাজে **'মহাজন পদাবলি'** এবং পদকর্তাগণ **'মহাজন'** নামে পরিচিত।
- বৈষ্ণব পদাবলিতে **৫** ধরনের **রসের** সন্ধান পাওয়া যায়। যথা – **১. শান্ত, ২. সখ্য, ৩. দাস্য, ৪. বাৎসল্য, ৫. মধুর (বি. দ্র.:** সাহিত্যে **মোট রসের সংখ্যা ৯টি**। যথা – ১. শৃঙ্গার ২. বীর ৩. রৌদ্র ৪. বীভৎস ৫. হাস্য ৬. অদ্ভুত ৭. করুণ ৮. ভয়ানক ৯. শান্ত)।

জয়দেব

- তিনি বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন।
- জয়দেব **বাঙালি** কবি ছিলেন কিন্তু পদ রচনা করেছিলেন **সংস্কৃত** ভাষায়।
- এই জন্য তাঁকে **পদাবলির সংস্কৃত ভাষার আদি কবি বলা হয়।**
- তাঁর বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলির কাব্য- 'গীতগোবিন্দম্'। এটি বৈষ্ণব ধারার/বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কাব্য।

বিদ্যাপতিঃ

- মিথিলার কবি বা **মৈথিল কোকিল**; **অভিনব জয়দেব** নামে পরিচিত।
- তাঁর উপাধি হল **কবিকণ্ঠহার**। **রাজা শিবসিংহ তাঁকে এই উপাধি দেন।**
- **রবীন্দ্রনাথ** তাঁকে **“রাজকণ্ঠের মণিমালা”** হিসাবে অভিহিত করেছেন।
- তিনি সংস্কৃত, মৈথিলি, অবহট্ঠ ভাষায় পদ রচনা করেছেন ।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ:

- **কীর্তিলতা** – ঐতিহাসিক কাব্য (অপভ্রংশ অবহট্ঠ ভাষায়)।
- **পুরুষপরীক্ষা** – কথা সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)।
- **গোরক্ষ বিজয়** – নাটক (সংস্কৃত ভাষায়)।
- **লিখনাবলী** – অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।
- **দানবাক্যাবলী**

“এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওঁর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর”।

গোবিন্দদাস

- গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের কবি ও রাজা **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন**।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।
- তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।
- ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য '**গীতগোবিন্দ**'।
- **সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত নাটক 'সঙ্গীত সাধক'**।

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত-হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরছা পায়।।"

জ্ঞানদাসঃ

- তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।

অমর উক্তিঃ

- রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

চণ্ডীদাসঃ

- **বাংলা ভাষায়** বৈষ্ণব পদাবলির **আদি কবি** এবং **পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস**।
- চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলির **দুঃখের কবি, সত্যের কবি, বিরহের এবং পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ** কবি।
- তাঁর একটি বিখ্যাত পদ **'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'**

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া\"

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ\"

"সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল\"

✪ কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?

(a) বিদ্যাপতি

(b) জয়দেব

(c) গোবিন্দদাস

(d) এদের কেউ নয়

- ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন? [৪৫তম বিসিএস]

  (ক) শশাঙ্কদেবের (খ) লক্ষ্মণ সেনের (গ) যশোবর্মনের (ঘ) হর্ষবর্ধনের

- বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]

  (ক) মারাঠি (খ) হিন্দি (গ) মৈথিলি (ঘ) গুজরাটি

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস]

  (ক) পণ্ডিত (খ) বিদ্যাসাগর (গ) শাস্ত্রজ্ঞ (ঘ) মহামহোপাধ্যায়

- ‘চর্যাপদে’র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? [৪৩তম বিসিএস]

  (ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

- জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]

  (ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) কাহ্নপা (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

- **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত:** [৪০তম বিসিএস]

  (ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী (গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস

- **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?** [৪০তম বিসিএস]

  (ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা (গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা

- **বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?** [৩৮তম বিসিএস]

  (ক) নবদ্বীপের (খ) মিথিলার (গ) বৃন্দাবনের (ঘ) বর্ধমানের

- **শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?** [৩৭তম বিসিএস]

  (ক) ভাবরস (খ) মধুর রস (গ) প্রেমরস (ঘ) লীলারস

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়